দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 8 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

সহকারী শিক্ষক নিয়োগ

মেধা তালিকা অনুসারে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য কেন নির্দেশ দেয়া হবে না

–হাইকোর্টের রুল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে ২০১২ সালে এপ্রিল মাসে প্রকাশিত মেধা তালিকা অনুসারে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য কেন নির্দেশ দেয়া হবে না এই মর্মে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট। সারাদেশে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য ২০১২ সালে নিয়োগ পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে যে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল সেই মেধা তালিকার মেয়াদ ছিল ৫ বছর। কর্তৃপক্ষ কিছু প্রার্থীদের উক্ত মেধা তালিকা থেকে নিয়োগ করার পরে আর কোনো প্রার্থীদের নিয়োগ না করার প্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ প্রার্থী শামিম আল মামুন, সাবিনা ইয়াসমিন ও নাছিমা খাতুনসহ ১৫ জন প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। শুনানিতে বাদীপক্ষের কৌঁসুলি এডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেন যে, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং উক্ত তালিকা থেকে আগামী ৫ বছরের মধ্যে শূন্যপদে সকল নিয়োগ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু কিছুসংখ্যক নিয়োগের পর বর্তমানে আর কোনো নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু অনেকের চাকরির বয়স শেষ হওয়ার কারণে আর কোনো আবেদন করার সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় উক্ত নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হলে তারা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শুনানি শেষে সোমবার বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি জাফর আহমেদ এর আদালত ৪ সপ্তাহের রুল জারি করে ৯ এপ্রিল ২০১২ তারিখের মেধা তালিকা অনুসারে সহকারী শিক্ষকদের কেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করার জন্য নির্দেশ হবে না তা জানতে চেয়েছেন।

বাদীরা হলেন, মোঃ শামীম আল মামুন, সাবিনা ইয়াসমিন, নাছিমা খাতুন, মোঃ রেজাউল করিম, মেহেদী হাসান, মোঃ ইলিয়াস আলী, মোঃ ইসমাইল হোসেন, মিসেস আমিনা খাতুন, ঝর্ণা ইয়াসমিন, মোঃ মোজাম্মেল আলী, মোঃ ওয়ালীউল্লাহ সরকার, মোঃ আখতারুজ্জামান, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মোঃ শামীম রেজা ও সঞ্জীত কুমার।

বিবাদীরা হলেন : শিক্ষাসচিব, মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, মনিটরিং ইউনিট, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, রাজবাড়ী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, যশোর, মাগুরা, নীলফামারী, থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নীলফামারী দেলদোয়ার, ফুলবাড়ীয়া, শেরপুর, উল্লাপাড়া, সদর সিরাজগঞ্জ, তাড়াশ, সালথা, সদর মাগুরা।

বাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট মনজিল মোরসেদ, সরকারপক্ষে ছিলেন ডিএজি মোকলেছুর রহমান।